এবং উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে ক্লিষ্ট করাই যাহাদিগের স্বভাব, হে ভগবন্। সেই সকল ঋষিগণ যদি তোমার এবং তোমার ভক্তজনের ভজনবিমুখ হয়, তবে তাঁহারা সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, সেই সেই সাধনমার্গে সিদ্ধ মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গবিমুখ হয়, তাহা হলে জগতের সাধারণ-জীবের মত সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অথবা মুনীশ্বরগণও যদি তোমার প্রসঙ্গবিমুখ হয়, তাহা হইলে সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই মুনীশ্বরগণ কি প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়া সংসারদশা লাভ করে—তাহারই পরিচয় দিতেছেন। দিবাভাগে বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত ও উপাসনাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষ ক্লেশদানে ক্লিষ্ট করিয়া থাকে। এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়সুখ ও পারমার্থিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবগণও ১০।২ অধ্যায়ে—

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ
> ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ
> পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে কমললোচন! যাঁহারা ভক্তিহীন হইয়া নিজেকে স্থূল সূক্ষ্মদেহ হইতে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের কিন্তু তোমাতে ভক্তির অভাব-জন্য চিত্তের বিশুদ্ধি অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণাই হয় নাই। সেই ভক্তিহীন জ্ঞানসাধকগণ বহুকষ্টে তপস্যা ও শাস্ত্রাদির বিচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি ও তোমার ভক্তগণের চরণের অনাদর অপরাধে অধঃপতিত হইয়া থাকেন।

অতএব, ৬।৩ অধ্যায়ে ধর্ম্মরাজ শ্রীধর্ম্ম নিজ ভৃত্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন—হে ভটগণ! সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্ম কিন্তু ঋষিগণ জানেন না, দেবগণ জানেন না, সিদ্ধমুখ্যগণ জানেন না। অতএব, অসুরগণ মনুষ্যগণ বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ যে জানে না তাহা আর কি বলিব? কেবল স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু (মহাদেব), কুমার (চতুঃসন), কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলী, বৈয়াষকী (শুকদেব) আর আমি (ধর্ম্মরাজ যম) এই দ্বাদশ জন ভাগবতধর্ম্ম জানি। যেহেতু এই ভাগবতধর্ম্ম অতিগুহ্য এবং বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) ও দুর্ব্বোধ্য। যে ভাগবতধর্ম্ম জানিয়া জন্ম মরণ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে অথবা ভগবৎ-পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।